শুভ নববর্ষ ১৪১২

Happy Bangla New Year 1412

বাজেনি নাকাড়া, নহবৎ ধ্বনি, সানাই অথবা শাঁখ

তবু এসে গেছে নব পল্লবে, নব উৎসবে,
নব জীবনের নব অনুভবে, এপ্রিলে বৈশাখ।

Season's Greetings to all MM members on Pohela Baishakh or the First day of the Bangla New Year

Snigdha Ali and Bonna Ahmed
on behalf of MM Editorial board

Happy Bangla New Year. Another year has arrived and yet we are still not sure where the 'happy' element of the greeting has gone! It was supposed to be happy the last year, and the previous year, and the previous one and so on. But really, besides some temporary personal happy moments, can we claim that in general there is even peace and stability around us - forget about joy and happiness? Still the festive mood of Pohela Boishakh (the first day of the Bengali year) with it's tradition of Tagore songs, and cotton sarees and friends and colorful rally on the streets brings hope and goodness. Even though over the internet, Muktomona wishes to take slow but steady steps in contributing to a collective sense of 'happiness' in the world through it's practice of tolerance, compassion and understanding. Let's all be little more open in the year of 1412. Best wishes to all Muktomonas from Muktomona

শুভ নববর্ষ। প্রতি বাংলা বছরের শুরুতে এই শুভকামনা কোন নতুন কিছু নয়। উৎসবের আমেজ নিয়ে আসা পহেলা বৈশাখ বিনা আয়াসেই আমাদের শহুরে মধ্যবিত্ত মন থেকে এই সু-ইচ্ছাটি উৎসারিত করে। রবিন্দ্র সঙ্গীত মাখা ভোর, নতুন তাতের শাড়ি, কালবৈশাখির খামখেয়ালীপনা, বৈশাখি মেলায় বন্ধু দের সাথে অপটু হাতে পান্তা খাওয়া – এত সব ভাল লাগার উপকরন নিয়ে যে দিনটি আসে সেটি যে আমাদের খনিকের জন্য হলেও উদার এবং আশাবাদি করে তুলবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু তারপর? দোসরা বৈশাখ থেকে ৩১শে চৈত্র? ব্যক্তিগত ভাবে যাই হোক, আমাদের সমষ্টিগত জীবনে কতখানি 'শুভ' আসলেই ঘটে? বিশেষত এই এক অদ্ভুত, রাগী এবং অস্থির সময়ে? মুক্তমনার ইউটোপিয়ান স্বপ্ন কিন্তু তবুও মরে না। হোলই বা আন্তর্জাল

মাধ্যমে, খুব ধীরে ধীরে একটু একটু করে হলেও সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা আর সাহসী প্রকাশ এর মধ্য দিয়ে আমাদের সবার জীবনে এবং সামগ্রিক ভাবে 'সু' প্রতিষ্ঠিত হবে এই কামনা রইল মুক্তমনার পক্ষ থেকে মুক্তমনাদের জন্য। 'শুভ' হোক ১৪১২ সাল।

Enjoy some modern bangla poems on bangla seasons

গ্রীষ্ম

পুকুরের বুক জলে আগুন উত্তাপ সূর্য,
পদতলে, পাকে মগ্নহীন,
অদূরে শুকনো নদী, ব্রহ্মপুত্র নগ্ন জলহীন।
সম্মুখে পশ্চাতে পাশে যেদিকে তাকাই শুধু
খরাদগ্ধ জ্যৈষ্ঠ ধু-ধু জ্বলে।

আকাশে জ্যৈষ্ঠের রোদে পুড়ে গেছে মেঘ, তবু
কৃষকের বুক ভরা স্বপ্ন প্রেম আশার আবেগ
আজো সত্য, অনাক্রান্ত, শতাব্দীর দারুন খরায়,
গ্রীষ্ম তাকে পারেনি পোড়াতে।

নির্মলেন্দু গুন

বর্ষা

বৃষ্টির সমস্যা এই যে, বৃষ্টি বলেঃ 'দিদি নাও
আমার জলের তোড় ।' দিদি যদি নেয়, অত রূপ
এক মুখে বলা যায় না – আমি ব্যাটা কবি কোন ছার !
গাওয়া যায় না, গীতিরূপ, চাকরবাকর হয়ে গেলে।
আমি হয়ে গেছিলাম, আবার সম্মান নিয়ে এলে
নতুন বৃষ্টির দিন, নতুন বর্ষার দিদি এল
এসে পড়ল বলে আর পাগল হব না কোনোকালে
পাগলা-করা লোক হব, আমি, দিদি, তোমার কপালে।

জয় গোস্বামি

(ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা ?)

শরৎ

তুমি তোমার অসম্বৃত যৌবনকে ঢেকে রাখো
পর্দার মত একখন্ড মেঘের আড়ালে।
তুমি তোমার রূপসী চাঁদকে অনুপস্থিত রাখো,
হে শরৎ, তুমি তোমার ঊদ্ধত সূর্যের উত্তাপে
নির্মল ঝিলের স্রোতগুলো আকাশে মিলিয়ে দাও,
আর আমি স্মৃতির দংশন থেকে মুক্ত হয়ে বাচি।

নির্মলেন্দু গুন

হেমন্ত

খাটো মানুষের পা যেমন খাটো তেমনি সকাল হেমন্ত দিনের।
রাতের শেফালি দল মেলে ফোটে, ভোর হলে তারা অকাতরে লোটে।
সে ফুল কুড়াতে যতটা সময় প্রয়োজন
হয়, হেমন্তে তা নেই।

কুড়াতে কুড়াতে সকাল উধাও।
শেফালি সইবে এমন কোমল
আলোর ভাসানো একটি সকাল
এ কবিকে দাও, আহা যদি দাও।

যারা শেফালির মালা গাথা সারা হতে না হতেই দুপুরের রোদে
সে মালা শুকায়, সজীবতা হারা সেই শেফালিতে ভরে না হৃদয়।
গাছ ভরে যদি শেফালি ফোটালে, কুড়াতে কেন সময় দিলে না?
এই অভিযোগে, এই অভিশাপে চিরকাল হবে হেমন্ত দণ্ডিত।

নির্মলেন্দু গুণ

শীত

শীত এলেই
বুকে জড়িয়ে ধরি একটি কাঁথা,
আর তখন ই কবরের গা ফুড়ে
মিষ্টি হেসে সামনে এসে দাঁড়ায় রাংগা বৌ।

মৃত্যুর ঠিক তি ন মাস পূর্বে কোন এক পৌষের শীতে
কাঁথাটি আমাকে সে উপহার দিয়েছিল।

শীত এলে সাথে আসে ব্যর্থতার গ্লানি ও;
তবু ও আমি চাই -বারে বারে ফিরে আসুক শীত,
কারন শীত এলেই বুকে জড়িয়ে ধরি একটি কাঁথা,
আর তখন ই কবরের গা ফুড়ে মিষ্টি হেসে সামনে এসে দাঁড়ায় রাংগা বৌ।

জাহেদ আহমদ

আমার বসন্ত

এ না হলে বসন্ত কিসের? দোলা চাই অভ্যন্তরে,
মনের ভিতর জুড়ে আর এক মনের মর্মর
পাতা ঝরা, স্বচক্ষে স্বকর্নে দেখা চাঁদ, – জোৎস্নাময়
রাতের উল্লাসে কালো বিষ। এ না হলে বসন্ত কিসের?

গাছের জরায়ু ছিঁড়ে বেরিয়েছে অপিচ্ছিল বোধ,
ওর মুখে কুমারীর খুন, প্রসূতির প্রসন্ন প্রসূন।
কণ্ঠ ভরে করি পান পরিপূর্ন সে পাত্র বিষের,
চাই পূর্ন শিশিরে নির্ঘুম। এ না হলে বসন্ত কিসের।

নির্মলেন্দু গুন